যুগান্তর

ফের সেশনজটে পড়ছে ইবির ১১ হাজার শিক্ষার্থী

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের হটকারী সিদ্ধান্তের কারণে আবারও দীর্ঘ সেশনজটে পড়তে যাচ্ছে ১১ হাজার শিক্ষার্থী। প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিরা বারবার ঠুনকো অজুহাতে হল বন্ধ রেখে তাদের স্বার্থ হাসিলের পাঁয়তারা করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের অর্ধশত চূড়ান্ত পরীক্ষা চলমান থাকলেও সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে ইতিমধ্যে হল বন্ধের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। ফলে আবারও অনাকাঙ্ক্ষিত সেশন জটের কবলে পড়তে যাচ্ছে শিক্ষার্থীরা। এদিকে পরীক্ষার সিডিউল বিবেচনায় না এনে হল বন্ধের সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে বিভিন্ন বিভাগের পরীক্ষা কমিটির সভাপতি ও শিক্ষার্থীরা। গত বছরের ৭ ও ৮ সেপ্টেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের ২১৭তম সিন্ডিকেটে ১২৬ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগকে কেন্দ্র করে এবং ছাত্রলীগের চাকরির দাবিতে আন্দোলন ও ভিসি, প্রো-ভিসি, ট্রেজারারের পদত্যাগের দাবিতে শিক্ষক সমিতির অবস্থানে বিশ্ববিদ্যালয় প্রায় এক বছর অচল ছিল। এ সময় বিভিন্ন বিভাগের প্রায় ৩৭' চূড়ান্ত পরীক্ষা স্থগিত করা হয়। এতে অন্তত আড়াই বছরের সেশন জট দেখা দেয়। ক্যাম্পাস সূত্রে জানা যায়, পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গত ১০ জুলাই থেকে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সব বিভাগের ক্লাস বন্ধ হয়ে যায়। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের অতিরিক্ত সেশনজট কমানোর লক্ষ্যে রমজানের ছুটির মধ্যে পরীক্ষা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সে অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের একাধিক বর্ষের চূড়ান্ত পরীক্ষার সিডিউল প্রণয়ন করা হয়। সিডিউল অনুযায়ী পরীক্ষা নিলে শেষ হতে প্রায় জুলাই মাস লেগে যাবে। কিন্তু গত ৯ জুলাই প্রভোস্ট কাউন্সিলের বৈঠকে আগামী ১৯ জুলাই থেকে ১৯ আগস্ট পর্যন্ত আবাসিক হল বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ফলে প্রভোস্ট কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯ জুলাই থেকে কোনো বিভাগের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে না। এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের পূর্বনির্ধারিত প্রায় অর্ধশত চূড়ান্ত পরীক্ষা স্থগিত হয়ে যাবে। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের সেশনজট আরও বৃদ্ধি পাবে বলে আশংকা করছে সংশ্লিষ্টরা। এদিকে শিক্ষকদের সিদ্ধান্তকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে প্রভোস্ট কাউন্সিলের সদস্যদের ছুটি কাটানোর সুবিধার্থে হল বন্ধের সিদ্ধান্তে চরম ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন শিক্ষকরা। তারা এ সিদ্ধান্তকে হটকারী বলে দাবি করেছেন। হল বন্ধের সিদ্ধান্তে ক্ষোভ ও বিস্ময় প্রকাশ করে আল ফিকাহ বিভাগের সভাপতি মোছাঃ হাবিবা খাতুন তথা বলেন, 'আমার বিভাগের অতিরিক্ত সেশনজট থাকায় আমি রমজানের মধ্যে তিনটা বর্ষের পরীক্ষা নিচ্ছি। হল বন্ধ না হলে সবকটি ইয়ারের পরীক্ষা শেষ হয়ে যাবে। জানতে পেরেছি, প্রশাসন হল বন্ধের চিন্তা করছে, এটি করলে আমার বিভাগের শিক্ষার্থীদের অনেক ক্ষতি হয়ে

বিভিন্ন বর্ষের পরীক্ষা চলমান অবস্থায় আবাসিক হল বন্ধের ঘোষণা

যাবে।' বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক দফতর সূত্রে জানা যায়, রমজানের মধ্যে ২২টি বিভাগের মধ্যে ১০টি বিভাগে চূড়ান্ত পরীক্ষার সিডিউল আগে থেকে দেয়া রয়েছে। সে অনুযায়ী পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হলে শেষ হতে জুলাই মাস লেগে যাবে। আইন ও শরীয়াহ অনুষদভুক্ত ২টি বিভাগের মধ্যে আইন বিভাগের ২টি বর্ষের পরীক্ষা চলমান রয়েছে। এর মধ্যে ২০০৫-০৬ শিক্ষাবর্ষের মাস্টার্সের পরীক্ষা শেষ হবে আগামী ২৯ জুলাই এবং ২০০৮-২০০৯ শিক্ষাবর্ষের পরীক্ষা শুরু হবে আগামী ১৭ জুলাই থেকে শুরু হয়ে চলবে জুলাইয়ের শেষ পর্যন্ত। একইভাবে পরীক্ষা রয়েছে আল-ফিকাহ বিভাগেও। এই বিভাগে ৩টি শিক্ষাবর্ষের চূড়ান্ত পরীক্ষা চলমান রয়েছে। এর মধ্যে ২০০৬-০৭ শিক্ষাবর্ষের অনার্স শেষ বর্ষের পরীক্ষা ২৪ জুলাই এবং ২০০৪-০৫ শিক্ষাবর্ষের মাস্টার্স পরীক্ষা আগামী ২৫ জুলাই শেষ হওয়ার কথা রয়েছে। উল্লেখ্য, এই দুই বিভাগে প্রায় ২ বছরের সেশনজট রয়েছে। ব্যবসায় প্রশাসন অনুষদের দুটি বিভাগের পরীক্ষা অব্যাহত রয়েছে। এই অনুষদভুক্ত হিসাব বিজ্ঞান ও তথ্যপদ্ধতি বিভাগের বিভিন্ন বর্ষের চূড়ান্ত পরীক্ষা চলমান রয়েছে যা শেষ হতে আগামী ১ আগস্ট লেগে যাবে। এ ছাড়া চলতি মাসের ২০ তারিখে দাওয়াহ, ফলিত পুষ্টি ৩য় বর্ষ, অর্থনীতি ৩য় বর্ষ, বাংলা মাস্টার্স। ২১ জুলাই হিসাব বিজ্ঞান ৪র্থ বর্ষ, হিসাব বিজ্ঞান বিশেষ, হিসাব বিজ্ঞান ২য় বর্ষের ২য় সেমিস্টার। ২৩ জুলাই বাংলা মাস্টার্স। ২৫ জুলাই হিসাব বিজ্ঞান ৪র্থ বর্ষ, হিসাব বিজ্ঞান ৪র্থ গ্রেড উন্নয়ন। ২৯ জুলাই হিসাব বিজ্ঞান ৪র্থ বর্ষের চলমান চূড়ান্ত পরীক্ষা হল বন্ধের কারণে বন্ধ হয়ে যাবে। শিক্ষার্থীরা জানিয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের চলমান পরীক্ষাসমূহ বন্ধ হলে প্রতিটি শিক্ষাবর্ষে প্রায় ৬ মাসের সেশন জটের কবলে পড়বে। এ ছাড়া হল বন্ধের কারণে একজন শিক্ষার্থীকে একটি পরীক্ষা দিতে আরও দুই মাস অপেক্ষা করতে হচ্ছে। এ বিষয়ে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক আইন বিভাগের মাস্টার্সের এক শিক্ষার্থী ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন শিক্ষার্থীদের কল্যাণে নয় নিজেদের ছুটি কাটানোর স্বার্থে হল বন্ধের সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। হল বন্ধের কারণে আমার মাস্টার্সের পরীক্ষা পিছিয়ে যাচ্ছে। ফলে বিসিএস প্রিলিমিনারিতে উত্তীর্ণ হয়েও লিখিত পরীক্ষার প্রস্তুতি নিতে পারছি না। এ ছাড়া বার কাউন্সিল ও জুডিশিয়ারি পরীক্ষা দোরগোড়ায় চলে আসলেও মাস্টার্সের পরীক্ষা শেষ না হওয়ায় প্রস্তুতি নেয়া সম্ভব হচ্ছে না।' এ বিষয়ে শিক্ষক সমিতির সভাপতি প্রফেসর ড. নজিবুল হক বলেন, 'আমরা আশা করি, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন এমন কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে না যেটা শিক্ষার্থীদের জন্য ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। হল বন্ধের সিদ্ধান্তকে হটকারী সিদ্ধান্ত আখ্যায়িত করে ব্যবসায় প্রশাসন অনুষদের ডিন প্রফেসর ড. মিজানুর রহমান বলেন, 'হল বন্ধ হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন শিক্ষাবর্ষের চলমান চূড়ান্ত পরীক্ষা বন্ধ হয়ে যাবে। ফলে আবারও সেশন জটের কবলে পড়বে শিক্ষার্থীরা। এ বিষয় প্রভোস্ট কাউন্সিলের সভাপতি ও খালেদা জিয়া হলের প্রভোস্ট প্রফেসর ড. মাহবুবুর রহমান বলেন, 'সার্বিক দিক বিবেচনা করে প্রভোস্ট কাউন্সিল হল বন্ধের সিদ্ধান্ত নিয়েছে'। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর ড. আবদুল হাকিম সরকার বলেন, 'প্রভোস্ট কাউন্সিল হল বন্ধ রাখার ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কাছে সুপারিশ করেছে। তবে এ ব্যাপারে এখনো কোনো সিদ্ধান্ত নেয়া হয়নি।'

তারিখ 21 JUL 2013
পৃষ্ঠা ...১৮... কলাম...২...